এক নজরে খুলনা ইউনিভার্সিটি

স্থাপিত	: ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি
শিক্ষা কার্যক্রম শুরু	: ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর
ইউনিভার্সিটি দিবস	: ২৫ নভেম্বর
অবস্থান	: গল্লামারী, খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক, খুলনা
আয়তন	: ১০১.৩১৬ একর
অনুষদ/স্কুল	: পাচটি
বিভাগ/ডিসিপ্লিন	: ১৬টি
আবাসিক হল	: তিনটি (১০০০ সিট)
মোট ছাত্রছাত্রী	: ৪,৭১৭
বিদেশি ছাত্রছাত্রী	: ৩৬
শিক্ষক সংখ্যা	: ২৭৪
ছাত্রছাত্রীদের ক্লাব/সংগঠন	: ১৫
লাইব্রেরিতে বই-জার্নাল সংখ্যা	: ৩০ হাজার
বিশেষ স্থাপনা	: শহীদ মিনার ও

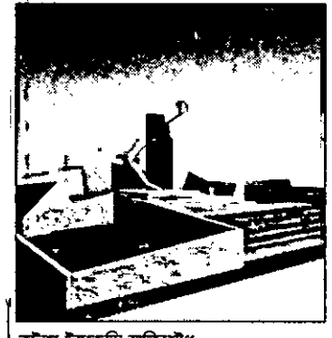

কটকা ট্র্যাজেডি স্মৃতিসৌধ

	কটকা ট্র্যাজেডি স্মৃতিসৌধ।
বিশেষত্ব	: রাজনীতি, সন্ত্রাস ও সেশনজটমুক্ত দেশের একমাত্র ইউনিভার্সিটি

সমাবর্তন হাইলাইটস

প্রথম সমাবর্তন	: ১৯৯৭ সালের ১০ এপ্রিল
দ্বিতীয় সমাবর্তন	: ২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি
তৃতীয় (বর্তমান) সমাবর্তন	: ২০০৭ সালের ১৯ মার্চ

অবহেলিত খুলনা ইউনিভার্সিটি

২২ বছরে সরকারি বরাদ্দ মাত্র ৯৭ কোটি টাকা

নানা বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারিভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় দেশের একমাত্র রাজনীতি-সন্ত্রাস ও সেশন জটমুক্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় চলছে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ব্যহত হচ্ছে একাডেমিক কার্যক্রম। বিগত ২২ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি বরাদ্দ এসেছে মাত্র ৯৭ কোটি ৬৭ লাখ টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জুলাই, ১৯৮৫ সাল থেকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতাধীন জুন ২০০৪ সাল পর্যন্ত সরকার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সার্বিক কার্যক্রমের জন্য এ অর্থ বরাদ্দ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অর্থের আওতায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এ অর্থের আওতায় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১ দশমিক ৩২ একর জমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, ২টি একাডেমিকে ভবন নির্মাণ, ১ তলা বিশিষ্ট নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ছাত্রদের জন্য ২টি আবাসিক হল নির্মাণ। ছাত্রীদের জন্য ১ তলা বিশিষ্ট ছাত্রীদের হল নির্মাণ, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন কাম অফিস নির্মাণ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বাসভবন নির্মাণ, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও পাকা করণ, ক্যাম্পাসে পানি সরবরাহের জন্য পাম্প হাউস নির্মাণ, বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন, কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণ (আংশিক), কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (আংশিক), ফরেস্ট নার্সারী ও শেড নির্মাণ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ২টি খেলার মাঠ তৈরি, ল্যাবরেটরি স্থাপন, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়, যানবহান ক্রয়, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়, লাইব্রেরি ও সেমিনারের জন্য বই-পুস্তক-জার্নাল ক্রয়, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদান, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বহন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশনারী ছাপানো, শিক্ষা সফর, ফিল্ড ওয়ার্কসহ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়, ছাত্রী হল নির্মাণের পূর্বে ক্যাম্পাসের বাইরে ছাত্রীদের জন্য প্রকল্প অফিস, বাড়ি ভাড়া ও যানবাহন ভাড়া, কাস্টম ডিউটি, ভ্যাট এবং আনুষাঙ্গিক খাতের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

জানা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে বেতন-ভাতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে উন্নয়ন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে। ১৯৯৬ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা উন্নয়ন ও রাজস্ব উভয় খাতের অর্থের মাধ্যমে নির্বাহ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, নতুন নতুন স্কুল, ডিসিপ্লিন ও বিভিন্ন ইন্সটিটিউট চালু, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাপ্রদানসহ একাডেমিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক অর্থের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকারি সীমিত বরাদ্দের কারণে উন্নয়ন ও একাডেমিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক মোঃ জহুরুল হক বলেন- পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০৪ কোটি টাকা চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ অর্থ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য অতি সীমিত। তিনি আরও বলেন যে, জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৬ অর্থ বছরে আমব্রেলা প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় একাডেমিক ভবন, ৪ তলা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবন, নতুন প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলার অপরাজিতা হলের দ্বিতীয় তলা ও খানবাহাদুর আহসানুল্লাহ হলের চতুর্থ তলা নির্মান, যন্ত্রপাতি বই পুস্তক ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে বিগত ৯ মাসেও কোনো বরাদ্দ না দেয়ায় ইউনিভার্সিটির সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। রাজস্ব খাতের বরাদ্দকৃত সীমিত অর্থ দিয়ে পূর্বের চলমান প্রকল্পের কাজ চালানো হচ্ছে বলে তিনি জানান। এছাড়া ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর থেকে এডিপিতে খুলনা ইউনিভার্সিটির জন্য কোনো বরাদ্দ না দেয়ায় বর্তমানে চলমান উন্নয়ন কার্যসমূহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিসমূহের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সার্বিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠন স্টুডেন্টস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (এসএনবি) এক জরিপ চালায়। এ জরিপে ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক দিয়ে খুলনা ইউটিভার্সিটিকে নবম হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সরকারের উন্নয়ন খাতের পাশাপাশি রাজস্ব খাত থেকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে খুলনা ইউনিভার্সিটি বৈষম্যের শিকার। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উন্নয়ন খাতের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব খাত থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটির জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় সীমিত পরিমাণ অর্থ, যা ইউনিভার্সিটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপ্রতুল। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির অর্থ ও হিসাব বিভাগের পরিচালক খান মোঃ অলিয়ার রহমান জানান, ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটির জন্য ২ কোটি ৭৭ লাখ টাকা বরাদ্দ শুরু হয়। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ দাড়ায় ৫ কোটি ৮৫ লাখ টাকা যার মধ্যে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব উৎস থেকে ৩৫ লাখ টাকা পাওয়া যায়। পরবর্তী অর্থ বছরে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ৩৫ লাখসহ সরকারি বরাদ্দ দেয়া হয় ৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১৮ কোটি ১৮ লাখ ৭২ হাজার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সরকার এ ইউনিভার্সিটির জন্য রাজস্ব খাত থেকে বরাদ্দ দেয় মাত্র ৬ কোটি ৭৭ লাখ টাকা, যার মধ্যে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব আয় ৪২ লাখ টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১০ কোটি ৪২ লাখ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ১১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি বলেন- ১৯৮৭ সালে ১৭ জন সদস্য নিয়ে ইউনিভার্সিটির প্রকল্প শুরু হলেও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলেবর ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়নি। এ কারণে রাজস্ব খাতের অর্থ দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত ৫৯১ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা, শিক্ষা আনুষাঙ্গিক ও সাধারণ আনুষাঙ্গিক কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। ২০০৪ সালের জুনে উন্নয়ন প্রকল্প শেষ হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত নতুন প্রকল্প চালু না হওয়ায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত জনশক্তির বেতন ও অন্যান্য ভাতাদির জন্য বিভিন্ন ফান্ডের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এর ফলে ফান্ডের অর্থ নির্ধারিত কাজে ব্যয় করা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন- চাহিদা অনুযায়ী সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি অন্যান্য সকল দিক দিয়ে এ ইউনিভার্সিটি হবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি মডেল।

খুলনা ইউনিভার্সিটিতে চলমান নানা সমস্যার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। একাডেমিক ভবনের অভাব ও শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার প্রভাব ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ওপর পড়ছে। প্রতি বছর স্নাতক ও স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন হলেও শ্রেণীকক্ষের অভাবে প্রথমবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বিলম্বে শুরু হচ্ছে। ফলে সেশনজটহীন এই ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা সেশন জটের কবলে পড়লে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। ৪/৫টি ডিসিপ্লিনের জন্য গড়ে ১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করলেও বর্তমানে প্রতিটি ভবনে গড়ে ৮/৯টি ডিসিপ্লিনের সার্বিক কার্যক্রম চলছে। অধিকাংশ ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়ায় কক্ষ সংকট আও তীব্র হয়েছে। এ সংকটের কবল থেকে শিক্ষকরাও রেহাই পাচ্ছে না। ডিসিপ্লিনের অফিস ও শিক্ষকদের কক্ষসমূহে একই কক্ষে ৩/৪ জন করে শিক্ষক অবস্থান করছেন। কক্ষের অভাবে স্থাপন করা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাব, সেমিনার বা গবেষণাগার। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক হলের অভাবে ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত সাড়ে ৪ হাজার দেশি-বিদেশি ছাত্রছাত্রীর ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীকেই অনাবাসিক জীবন যাপন করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির অভাবে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিয়ান ড. মোঃ মোখলেসুর রহমান জানান- গত ৪ বছরে লাইব্রেরির জন্য কোনো বরাদ্দ না থাকায় বৃদ্ধি পায়নি কোনো বই-পুস্তক ও জার্নাল। লাইব্রেরি ভবন না থাকায় ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে চলমান ক্যাম্পাসের এ সমস্যা নিরসনে সরকারি অনুদান ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ দক্ষিণাঞ্চলবাসীর একান্ত দাবি।

অবহেলিত হলেও প্রকৃতির অপার দানে সমৃদ্ধ খুলনা ইউনিভার্সিটি

19 MAR 2007